KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No : KLMLGK 2007	Place of Publication : ৩৪/২ মহিম হালদার স্ট্রীট, কল ২৬
Collection : KLMLGK	Publisher : উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়
Title : অনুরাগ (ANURAAG)	Size 8.5"/5.5"
Vol & Number : 7 8 9 10	Year of Publication : Jan 1996 May 1996 Sep 1996 Jan 1997
	Condition : Brittle Good ✓
Editor : হিরু ভট্টাচার্য	Remarks

C.D. Roll No : KLMLGK

অনুরাগ

অষ্টম সংকলন : বৈশাখ ১৪০৩

প্রতিষ্ঠাতা ঃ বিশ্বনাথ ঘোষ। সভাপতি ঃ উদিতেন্দ্রপ্রকাশ মল্লিক
পৃষ্ঠপোষক ঃ শান্তি রায়, দীপালী চৌধুরী, কমলপাণ রায়চৌধুরী
অপরেশ সেন

অনুরাগ

অষ্টম সংকলন ঃ বৈশাখ ১৪০৩ বঙ্গাব্দ

মে ১৯৯৬

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র * কলিকাতা-৭০০ ০০৯

উপদেষ্টা ঃ প্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামী

সম্পাদক ঃ ধীরা ভট্টাচার্য

সহযোগী ঃ জয়ন্তী সান্যাল, বিউটি মজুমদার, মীনা বসু, অর্চিতা রায়চৌধুরী
সাংগঠনিক প্রধান ঃ ঋতা বন্দ্যোপাধ্যায়

অনুরাগ প্রকাশন
৩৪/২ মহিম হালদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০২৬

অনুরাগ

অষ্টম সংকলন : বৈশাখ ১৪০৩
মে ১৯৯৬ তৃতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা

সূচীপত্র

রাগানুগ। প্রণাম, যুগল শ্রীমল ৩
অথ কৃষ্টি-সংস্কৃতি-কুলটুর-কালচার কথা। বিশ্বনাথ ঘোষ ৫
মানুষের সন্ধানে। মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭
একটু সুযোগ দাও। ইরা চক্রবর্তী ১০
ব্যথা। ডা. নগেন নিয়োগী ১৩
ছেলেটি মেয়েটি। দিলীপকুমার দাস ১৬
প্রণমি তোমারে। মায়া মুখোপাধ্যায় ১৭
ব্যারাকপুর লোকাল। নন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯
হিমালয়। লেখনাথ পৌড়ওয়াল, ঋতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০
যদি। বিউটি মজুমদার ২২
যেতে যেতে। মঈনুল ইসলাম চৌধুরী ২২
শিবা-ব্যাঘ্র কাণ্ড। সিস্তা বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩
সত্যান্বেষী সত্যজিৎ। নিতাইচন্দ্র দত্ত ২৪
ভারত জগৎতীর্থ। হরিভট্ট ২৫
একটি ভাবনা। ধীরা ভট্টাচার্য ২৮
চৌদ্দশ তিন-এর নববর্ষ। বিমলচন্দ্র মিত্র ২৮
নীল পাখি। সিদ্ধার্থ মজুমদার ২৯
বই ও পত্রপত্রিকা। ধীরা ভট্টা ঋতা বন্দ্যো কৃষ্ণস্বামী ৩০
মতামত। ভি. সুন্দরম্, অমৃতেন্দু মণ্ডল, বরুণ চক্র
অমর চক্র ৩৫

সত্য প্রেস, ১০/২এ প্যারীমোহন সুর লেন, কলি-৬ থেকে মুদ্রিত।
পাঁচ টাকা

প্রণাম

'আমি আপনাকে প্রণাম করতে এসেছি'—শুনে আমার শিক্ষক মহোদয় বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষে আমার দিকে চেয়ে রইলেন।

আমি অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে প্রশ্ন করলাম,—'গুরুজনকে বিশেষ করে শিক্ষককে প্রণাম করা তো অবশ্য কর্তব্য। তার ওপর শুভ বিজয়ার পরে আপনাকে প্রণাম তো করবই। আপনি অবাক হচ্ছেন কেন?

শিক্ষক মহোদয় বললেন—'তুমি ঠিকই বলেছ, গুরুজনদের বিনা কারণেও প্রণাম করা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমানে প্রণাম করাটা অসম্মানের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি তোমার কাছে মাথা নত করব কেন? এমন একটা উদ্ধত ভাব বর্তমান কালের ছেলেমেয়েদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। প্রণাম করার উদ্দেশ্যটা ভাল ভাবে জানা থাকলে মনে হয় তারা শ্রদ্ধায় মাথা নত করত। তুমি আমাকে প্রণাম করলে তাতে আমার কি হল? লাভবান হলে তো তুমি নিজে। ছোটর প্রণামের পর বড়র মুখনিঃসৃত আশিস বাণীর মধ্যে ছোটর সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা ব্যতীত আর কিছুই থাকে না। প্রণামের মুহূর্তে কনিষ্ঠের নিজেকে নিবেদন করা ও জ্যেষ্ঠের মনের প্রশান্তি ক্ষণিকের জন্য দুজনের মধ্যে এক যোগসূত্র স্থাপন করে। আমার বিশ্বাস, বিদ্বেষ থাকা সত্ত্বেও একটি প্রণাম দুটি মনের দূরত্বকে কিছু পরিমানে কমিয়ে দিতে পারে। অর্থ আর নামের পিছনের ডিগ্রি জীবনে চলার পথে বড় পাথেয় নয়। যাঁরা আমাদের ঘিরে রয়েছেন, যাঁদের সাহচর্যে আমাদের আসতে হয়, তাঁদের শুভেচ্ছা ও আন্তরিকতা আমাদের চলার পথকে অনেকটা মসৃণ করে। প্রণামের মধ্য দিয়ে নিজেকে নিবেদন করার যে রীতি তা ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও আছে বলে মনে হয় না। আমি তোমার কাছে বিনীত, —প্রণামের মধ্যে এ ভাবটি

ফুটে ওঠে, অন্য কোন মুদ্রায় তা প্রকাশ পায় না। তাই প্রণাম করার রীতিটা যাতে বজায় থাকে, পরবর্তী প্রজন্মকে আমরা তা শিক্ষা দিতে চাই।'

আমি তাঁর কথায় সম্মতি জানিয়ে পুনরায় প্রণাম করে ফিরে এলাম।

শ্রীযুগল শ্রীমল—গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬ শ্রীযুগল শ্রীমল আমাদের ছেড়ে পরমধামে গমন করেন। তাঁর কর্মময় জীবন নানা দিকে প্রসারিত ছিল। শিশুদের জন্য তাঁর ভাবনা ছিল সুদূর প্রসারী। শিশুদের জন্য তিনি গড়লেন নেহেরু চিলড্রেনস মিউজিয়াম, উদ্দেশ্য রামায়ণ মহাভারতের মত মহাকাব্যকে শিশুদের উপযোগী করে তুলে ধরা। রবীন্দ্র সরোবরে গড়ে তুললেন শিশুদের বুত্তিমূলক শিক্ষা দেবার জন্য ও স্বাস্থ্য সচেতন করে তোলার জন্য বিদ্যাসাগর অ্যাকাডেমী। তারপর রিজেণ্ট এস্টেটে স্থাপিত হল "অঙ্কুর"। কাজের ফাঁকে ফাঁকে লিখেছিলেন বেশ কিছু বই। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি। []

অনুরাগের নিয়মাবলী

অনুরাগ বছরে তিনটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। বইমেলা পঁচিশে বৈশাখ ও শারদীয়। প্রতি সংখ্যা পাঁচ টাকা। সডাক বাৎসরিক চাঁদা কুড়ি টাকা। মানি অর্ডার পাঠাবার ঠিকানা :

ধীরা ভট্টাচার্য, সম্পাদক, অনুরাগ।

৩৪/২ মহিম হালদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০২৬

অনুরাগের জন্য গল্প কবিতা প্রবন্ধ রম্যরচনা পাঠাতে পারেন। লেখা ছোট হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের এক পিঠে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে। কপি রেখে লেখা পাঠাবেন। অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো সম্ভব নয়।

অথ কৃষ্টি-সংস্কৃতি কুলটুর কালচার কথা

বিশ্বনাথ ঘোষ

কৃষ্টি-সংস্কৃতি-কুলটুর-কালচার শব্দগুলি যদিও একই অর্থ বহন করেনা, তবু তার ব্যবহার আমরা করি একই মানে ধরে নিয়ে। এই কালচার মানুষের জন্মের পূর্ব থেকে তার প্রভাব বিস্তার করে থাকে জন্মের পরেও, এর প্রমাণ আমরা আর একবার পেলাম ১৯৯৫ সালের চতুর্থ বিশ্বনারী অনুষ্ঠানে বেজিং-এ। এতে অংশ গ্রহণ করেছিল ১৮৫টি দেশ থেকে প্রায় ৩০ হাজার মহিলাদের একটি দল। সেখানে আমাদের কলকাতার এক বঙ্গললনা শ্রীমতী শ্যামলী দে শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র দের স্ত্রী ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন এবং তাঁকে জ্ঞান বিতরণের ইচ্ছায় এক বিদেশিনী—নরোয়ে, সুইডেন অথবা বেলজিয়াম-তনয়া বলেছিলেন, জান? আমিও একজন আর্ন্তজাতিক প্রতিনিধি হয়ে তোমাকে বলছি—আমি প্রথম ধর্ষিতা হয়েছি আমার নিজ পিতার দ্বারা।

কথাগুলি শুনে কলকাতার সভায় অনেকের কর্ণমূল পর্যন্ত রক্তবর্ণ ধারণ করেছিল, ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতিবাদও করেছিলেন। তাই বলছি, সেই বিদেশিনী নিশ্চয় ডি. এল. রায় পড়েননি। শোনেননি চন্দ্রগুপ্ত নাটকে—মাকে প্রশ্ন করা—বল নারী, কে আমার পিতা? পড়েননি প্রবোধ সান্যাল, পড়লে জানতেন—অমুক আপনার পিতা সেতো জনশ্রুতি মাত্র। সন্তানের মাতাই বলতে পারেন কে তার পিতা, আবার কালচারল পরিস্থিতি প্রভাবে না বলতেও পারেন!

আমরা নাটক দেখেছি—সিজার ও ক্লিওপেট্রা, এন্টনী ও ক্লিওপেট্রা। তাতে জেনেছি প্রাচীন মিশরে তরুণী ভগ্নীর সঙ্গে শিশু ভ্রাতার বিবাহ ঘটিয়েছিল তৎকালীন সমাজ এবং তার ফল অবশ্যই আজকের মানুষের মতে হয়েছিল বীভৎস। গ্রীক নাটকেও

আমরা ইদিপাউস দেখেছি, যেমন দেখেছি তার বিপরীত ঘটনার হাজার দৃশ্য। এখন এক একটি চরিত্র এক একটি কমপ্লেকসের নাম ধারণ করে বিজ্ঞান জগতে ঘুরে বেড়াচ্ছে ফ্রয়েড হ্যাবলোকেলিস ইত্যাদির লাইব্রেরিতে।

বর্তমান পৃথিবী হাজার সমস্যা থেকে মুক্তি পাবার আশায় রাজনৈতিক কারণে ফ্রি-সেক্স প্রচারে মত্ত হয়েছে। না হলে তাদের সৃষ্ট সমাজ-বিরোধীদের রক্ষা করবে কি করে? সৃষ্টি যখন শৈবাল থেকে এক সেল প্রাণীর জন্ম দিয়েছিল তখন কিছু নয় কিন্তু এক সেল ভেঙ্গে দু সেল প্রাণীর আবির্ভাব ঘটলে সমস্যার শুরু হল নারী পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে। আর কবিরা গেয়ে উঠলেন—

"আমার এক রঙ ভেঙ্গে দুরঙ হল,
গলায় পড়ল ফাঁসি।"

এবার স্মরণ করা যাক—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে—তিনি সমাজ শাস্ত্রকে শাসন করে নারীর মুখে মাছ, স্ত্রীর জন্য একাধিক নয় এক স্বামী এবং যে কোন কারণে অযোগ্য হলে ক্ষতি পূরণ সহ সেই স্বামীর পরিবর্তনের ব্যবস্থা সমাজকে করতে শিক্ষা দিয়ে গেছেন। পৃথিবীর কোন একটি সম্প্রদায়কে নয়, সকলকে। তাই বিদ্যাসাগর বাঙালীর, ভারতীয়র, পৃথিবীর নমস্য আজও। []

ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডঃ শুদ্ধসত্ত্ব বসু সম্পাদিত

আদিত্যকুমার-স্মরণমঙ্গল

প্রকাশিত হবে ১৯৯৬-এর নবেম্বরে। সাধক-কবি আদিত্য কুমার গোস্বামী প্রভুর জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে এই প্রবন্ধ ও কাব্য সঙ্কলনের আয়োজন।

যোগাযোগ : ১৩৫ হাজরা রোড, কলিকাতা-২৬

মানুষের সন্ধানে মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

যাবতীয় শুভবোধের চূড়ান্ত অবক্ষয়। পারস্পরিক সম্পর্কের প্রতি প্রতিমুহূর্তে অবিশ্বাসের পরিমণ্ডল। মানুষকে সিঁড়ি করে অপেক্ষাকৃত ধূর্ত মানুষের আখের গোছাবার সমস্ত প্রকার অমানবিক ঘৃণ্য প্রয়াস। এই দম আটকে আসা পারিপার্শ্বিকতায় এখনো কিছু মানুষের দেখা পাওয়া যায় আমাদের দৈনন্দিন নাগরিক জীবনে। আপাত প্রতিকূল এই ভূমিতে প্রায়ই তরতাজা নানা ফুল ফুটতে দেখা যায়। তাদের রংয়ের ছটা ও সুগন্ধ আমাকে বুঁদ করে রাখে। আরো কিছু দিন বেঁচে থাকার প্রেরণা জোগায়। সম্প্রতি নজরে আসা এমন কিছু মানুষের কথা…।

কিছু কাগজ ও বইয়ের প্যাকেট নিয়ে কলেজ স্কোয়ারে মহাত্মাগান্ধী রোডের ধারে দাঁড়িয়ে আছি একটি ট্যাক্সির প্রত্যাশায়। যাব দক্ষিণ কলকাতার শেষপ্রান্ত গড়িয়ার কাছাকাছি। বিকেল উত্তীর্ণ, একে বারে ভরা আপিসটাইম। যথারীতি বেশ কয়েকজন ট্যাক্সিচালক গন্তব্যস্থল শুনেই গতি বৃদ্ধি করে কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে এগিয়ে গেলেন। এভাবে কিছুক্ষণ একই ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে আমি যখন প্রায় বিধ্বস্ত হঠাৎ একটি ট্যাক্সি আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। ছিপছিপে শ্যামলা যুবক (ত্রিশেরনিচেই হবে) বাঁ দিকের দরজা খুলে নেমে প্যাকেটগুলো দেখিয়ে বললেন এগুলো যাবে তো? পেছনের সীটে তুলে ফেলুন। ডান হাতে কাঁচা আঘাত থাকার দরুণ (হৃদয়ে অহরহ তাজা আঘাত খেয়েই চলেছি) বাঁ হাতে অতি কষ্টে একটি প্যাকেট তুলতে দেখে যুবক, সরুন সরুন বলে নিজে চটপট পেছনের সীটের একধারে ও নিচের পাটাতনে প্যাকেটগুলো তুলে দিয়ে বললেন, নিন উঠে পড়ুন। মিটার ডাউন করবার পর ট্যাক্সি স্টার্ট দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,

কোন দিকে ? আমি ভয়ে ভয়ে গন্তব্য স্থল বলতেই উনি তার বাহনটি ছুটিয়ে দিলেন। খানিক বাদে বললেন, আমি আপনার একটু দূরেই ট্যাক্সি পার্ক করে চা খাচ্ছিলাম। দেখলাম সবকটা হারামজাদা আপনাকে রিফিউজ করলো।...যাত্রাপথে প্রায় স্বগতোক্তির মত যুবক চালকের কথায় জানা গেল, এক প্রতিবেশী নিম্নবিত্ত পরিবারের তরুণীকে অষ্টম শ্রেণী থেকে বর্তমানে বি'এ পড়াচ্ছে সম্পূর্ণ তার উদ্যোগ ও অর্থে। কন্যা স্নাতক হলেই তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবেন। একফালি জমি কেনা হয়ে গেছে। এবার শুধু ঘর আর ঘরনির অপেক্ষা। আমাকে বাড়ির একেবারে দোর গোড়ায় পেঁৗছে দিয়ে ফিরে যাবার আগে সলজ্জ একটুকরো হাসিতে শুনিয়ে গেলেন, একচান্সে মিতা বি এ পাশ করলে কালিঘাটে জোড়া পাঁঠা বলি দেবার মানত করেছি দাদা।

আমাদের দেশের 'মহান' ডাক্তাররা তাদের পেশাকে কনজিউমার অ্যাক্টের অধীনে আনার প্রতিবাদে আলুবিক্রি করেছিলেন। আমার বাড়ির নিকটবর্তী বাজারে জনৈক 'অশিক্ষিত' আলুবিক্রেতা দুটি পিতৃপরিচয়হীন তথাকথিত পথের বালককে মানুষ করে তুলছেন। তার নিজ ঔরসজাত পুত্র-কন্যার সাথে তাদেরও স্কুলে পড়ানো, গৃহশিক্ষক নিয়োগ, সুষম আহার ও যথাযথ স্নেহের চালচিত্রে ভ্যাগাবণ্ড বালক দুটিকে বড় করে তুলছেন। কখনো অকস্মাৎ তার সাথে উক্ত বালক দুটি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে সেই এ্যাকাডেমিক শিক্ষা না পাওয়া আলুবিক্রেতা মানুষটির কথা ও দৃষ্টিতে যে স্নেহ ও মানবিক মূল্যবোধের বিদ্যুৎচমক দেখতে পাই তার মূল্য আমরা কজন জানি।

মহান পোশার কজন ডাক্তার রোজ অন্তত দুজন দুঃস্থ রুগীকে বিনা ফিতে চিকিৎসা করেন ? ব্যতিক্রম কিন্তু ব্যতিক্রমই।

এক শেষ চৈত্রের ঠা ঠা রোদ্দুরে ভরপুর দুপুরবেলা মেদিনী

পুরের এক প্রত্যন্ত গ্রামে আমার এক লেখক বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ-খেয়ালে আমাদের জনৈক কবি বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছি। বাস থেকে নেমে ধানক্ষেতের আল ধরে প্রচণ্ড রোদের মধ্যে এলোমেলো পা ফেলে দুজন কোনমতে এগিয়ে চলেছি। উত্তাপের আঁচে দৃষ্টি-পথের সব ঘোলাটে ঠেকছে। এক সময় আর হাঁটতে না পেরে প্রায় বিধ্বস্ত অবস্থায় পথে নারকেল ও নিমগাছের ছায়া ঘেরা একটি বাড়ির মাটির দাওয়ায় আশ্রয় নিয়েছিলাম। গৃহকর্তা ও ঘরণী বধূ কিছুক্ষণ আমাদের জরিপ করে অবশেষে বধূটি এস্ত পায়ে ঘরের ভেতর থেকে দুটুকরো গুড় ও দুগ্লাস জল এনে দিলেন।

এর পর প্রায় পড়ন্ত বেলায় নতুন করে নিকোনো দাওয়ায় চারজনে মিলে (ইতিমধ্যে জানা হয়ে গিয়েছে তাদের কোন সন্তান নেই) দুজনের পান্তা ভাত কাঁচালঙ্কা সহযোগে খাওয়া হল। আঃ আজও সদ্য গাছ থেকে আনা কুচকুচে কালো কাঁচা লঙ্কার ঝাঁঝ সহ সেই পান্তা ভাতের স্বাদ জিবে লেগে আছে। আসন-পিড়ি হয়ে আমাদের ওভাবে গোগ্রাসে পান্তাভাত খেতে দেখে বধূটির দুচোখে যে কৃতজ্ঞতা-বোধ, তৃপ্তি ও মাতৃত্বের চেতনাময় স্নেহ মিশ্রিত অদ্ভুত এক দৃষ্টি দেখেছিলাম—কোন বিষণ্ণ বিকেল, ঘুম-না-আসা মধ্যরাত বা ভীষণ মনখারাপ একাকী দুপুরে আজও সেই চাউনি আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে। যা কিছু ক্লেদ ধুয়ে মুছে শুদ্ধ করে তোলে। []

অর্ধশতাব্দীর উপর সুপরিচিত প্রসিদ্ধ বস্ত্র বিক্রেতা
লক্ষ্মী বস্ত্রালয়
১০০/এ. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬
[বসুশ্রী সিনেমার পাশে]

একটু সুযোগ দাও ইরা চক্রবর্তী

খালি বাড়ীতে টেলিফোনটা হঠাৎ ঝন্ ঝন্ করে বেজে উঠতে নন্দিতা একটু থতমত খেয়ে গিয়েছিল। টেলিফোন রাখার মত বিলাসিতার কথা সে কখনও চিন্তা করেনি। প্রায় পঁচিশ বছর ধরে নিজের রোজগারের পাইপয়সাটি পর্যন্ত অনেক হিসাব করে ব্যয় করতে হয়েছে। অনেকে অনেক ভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল, কিন্তু নন্দিতা সে সবই হাসি মুখে মার্জিনের বাইরেই রেখে ছিল।

মাত্র দুবছরের শান্তনুকে নিয়ে নন্দিতা বাপের বাড়ীতে ফিরে এসেছিল। সেদিন নন্দিতার বাবা হতাশায় ভেঙ্গে পড়েছিলেন কিন্তু মেয়েকে ভাঙ্গতে দেন নি। দিশাহারা মা ভালবাসার ডানা দিয়ে ঢেকে রেখে দিলেন, নন্দিতাকে।

অনেক আশা নিয়ে তারা ডাক্তার ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। অবস্থা যথেষ্ট সচ্ছল। শ্বশুর ডাক্তার, ছেলে ডাক্তার, নিজেদের বাড়ী। কিন্তু ভিতের মধ্যেই যে ঘুণ ধরা তা বাইরে থেকে একেবারেই বোঝা যায়নি। বিয়ের মাত্র দুমাসের মধ্যেই নন্দিতা বুঝতে পেরেছিল স্বামীর মনের মধ্যে কোথাও তার কোন স্থান নেই। শুধু মাত্র সংসারের গণ্ডগোল এড়াতেই শেখর তাকে বিয়ে করেছে। বিলাত যাবার ভিসা পাওয়া মাত্রই শেখর তাকে জানিয়ে দিল নন্দিতা যেদিন ইচ্ছা ডিভোর্স নিতে পারে কারণ শেখরের মনের মানুষ বিলেতে অপেক্ষা করছে। শেখর আর কোন দিনও নন্দিতার সঙ্গে ঘর করবার জন্য এদেশে ফিরে আসবে না।

হতচকিত নন্দিতা বিনামেঘে বজ্রাঘাতে মূক। সে এখনও লজ্জায় শেখরকে জানাতেও পারে নি তার শরীরের অভ্যন্তরে

একটি নূতন জীবন লালন করছে। শেখর খুব উদারতা দেখিয়ে বলেছিল একবছর বাদে যে কোন দিনই নন্দিতা ডিভোর্স-এর কাগজপত্র, পাঠালে শেখর সঙ্গে সঙ্গে সই করে দেবে।—হায় সে কাগজতো আজও পাঠান হয়নি।

এর পর শেখর যে কদিন কলকাতায় ছিল নন্দিতা তার সঙ্গে একটাও কথা বলেনি। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক দূরে রাখতে চেষ্টা করেছে। সবাই ভেবেছে নূতন বৌ-এর অভিমান, কিন্তু শাশুড়ীর অভিজ্ঞ চোখে বৌয়ের সন্তান ধারনের কথা চাপা থাকেনি। তাই তিনি যখন শেখরকে জিজ্ঞাসা করলেন "বৌমার ছেলেপুলে হবার সময় একবার আসবি তো? শেখর যত অবাক—ততোধিক বিরক্তি নিয়ে ঘরে গিয়ে নন্দিতাকে কঠোর ভাবে প্রশ্ন করে, কেন তাকে এ কথা আগে জানান হয় নি। এই ভাবে সে কিছুতেই শেখরকে জব্দ করতে পারবে না। এ সন্তান সে চায়নি, যাই হোক এক সপ্তাহের মধ্যে সে সব ব্যবস্থা করে দেবে। যাবার আগে নন্দিতাকে বন্ধনমুক্ত করে দেবে। এই প্রথম নন্দিতা কঠোর ভাবে প্রতিবাদ করে জানায়, "এ শুধু তোমার সন্তান নয়। এ সন্তান আমার। এর সব দায়ীত্বই আমার। এ সন্তানের প্রতি তোমার কোন ভাবে কোন দায় রইল না—প্রয়োজনে লেখা পড়া করে নিতে পার।"

তারপরও শেখর নানা ভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু নন্দিতা ঘৃণা-ভরে ঘর ছেড়ে চলে গেছে। শেখর ভেবেছিল, মেয়েটা জ্বালাবে হয়তো এই সুযোগে অনেক টাকা দাবী কববে।

শেখর বিলেত চলে গেল—

যথা সময়ে নন্দিতা একটি সন্তান লাভ করলো। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই নন্দিতার সঙ্গে শেখরের সম্পর্কের কথা জানাজানি হয়ে গেল।

শেখর নিজেই বাবাকে চিঠিতে সব খোলাখুলি জানিয়ে

দিল।—ফলে যেখানে ছেলে নেই ছেলের বৌয়ের বোঝা কে বহন করবে? সুতরাং নন্দিতাকে ফিরে আসতে হল পিত্রালয়ে।

প্রথম প্রথম নন্দিতার বাবা-মাও ভেবে ছিলেন হয়তো মিটমাট হয়ে যাবে, কিন্তু যখন বুঝলেন সম্ভবনা কম তখনই বসত-বাড়ীর একটা ছোট অংশ মেয়ের নামে লেখা-পড়া করে দিলেন। অন্তত নন্দিতার মাথার ওপর একটু ছাত থাক। নন্দিতা স্কুলে চাকরী নিল। শান্তনু দাদামশাই দিদিমার কাছে মানুষ হতে লাগলো। সান্ত্বনা দেবার ছলে অনেকেই নন্দিতার প্রকৃত অবস্থাটা দেখতে এসেছিল। নন্দিতা কাউকেই বিমুখ করলো না। সবাইকেই আবার এসো বলল হাসি মুখে। সময় এগিয়ে চলল। শান্তনুর দাদামশাই দিদা গত হলেন। শান্তনু ইঞ্জিনীয়ারিং পরীক্ষায় স্ট্যান্ড করলো। শান্তনুর মামা অনেক কষ্টে ঠেকিয়ে রাখা ট্রান্সফারটা নিতে বাধ্য হল। যাবার সময় তাই টেলিফোনটা নন্দিতার কাছে গচ্ছিত রেখে গেল। সেটাই একটু আগে বেজে উঠেছিল।

শান্তনু বাড়ী নেই। ভাইয়ের টেলিফোন ভেবে নন্দিতা রিসিভারটা উঠিয়ে হ্যালো বলার সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেল দূর থেকে ভেসে আসা কটি কথা, "আমায় ক্ষমা কর, আমি তোমাদের সব খবরই রাখি। দয়া করে আমার ব্যর্থতার কথাটা বলবার একদিন একটু সুযোগ দাও।" হঠাৎ ভূত দেখার মত ভয়ে নন্দিতা চমকে উঠে রিসিভার নামিয়ে রাখল। ঘৃণায় শরীরটা রি-রি করে উঠল।—পঁচিশ বছর বাদেও শেখরের গলার স্বরটা চিনতে নন্দিতার বিন্দুমাত্র দেরী হয়নি। []

ব্যথা ডাঃ নগেন নিয়োগী

রমেন তার স্ত্রীকে ডাকলো : অলকা, অলকা এদিকে এসো। তাড়তাড়ি অলকা চলে এলো।

কী ব্যাপার, ডাকছো কেন?

আমাকে এখনই বাইরে যেতে হবে। আজ আমাদের দলের একটা আলোচনা আছে। —কী করে সমাজের ভয়াবহ অন্যায় চুরি, ডাকাতি, খুন, মেয়েদের প্রতি অন্যায় আচরণ বন্ধ করা যায়। তুমিও আমার সঙ্গে চলো।

আমি কি করে যাব। আমাকে বালীগঞ্জে দিদির বাড়ী যেতে হবে। অনেক দিন দিদিকে দেখিনা। আমি বিকেল তিনটায় যাব।

আজ না গেলে হয় না? তুমি তো প্রায় প্রতিদিনই বিকেলে বেরিয়ে যাও। কোথায় যাও?

বেড়াতে যাই। সব সময় ভাল লাগে না কি সংসারের ঝামেলা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে।

ঠিক আছে। চা বানিয়ে দাও। আমি বের হয়ে যাচ্ছি। ফিরতে রাত হবে দশটা।

তুমি তো প্রায়ই অনেক রাত্রে ফের। অলকা চা তৈয়েরী করতে বের হয়ে গেল।

আজ কিছুদিনহলোরমেনের মনে অলকা সম্বন্ধে একটা সন্দেহ জাগছে। কোথায় যায় অলকা। কিছুক্ষণ পরে রমেন বের হয়ে গেল। কিছুটা দূরে যেয়ে রমেন দাঁড়িয়ে রইল একটু আড়ালে। কিছুক্ষণ পরেই অলকাও বের হয়ে পড়লো। রমেন লক্ষ্য করলো অলকা বালিগঞ্জ না যেয়ে ধর্মতলার ট্রাম ধরলো। রমেনও ওই ট্রামের দ্বিতীয় শ্রেণীতে অলকার অনুসরণ করলো। ধর্মতলায় একটা

সিনেমা হাউসের কাছে অলকা নামলো। সিনেমার বারান্দায় সুসজ্জিত ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে ছিল। অলকা যেয়ে তার হাত ধরে ছবিঘরের ভিতরে ঢুকলো। দূর থেকে রমেন তা দেখলো।

সে দিন রমেন বাড়ী ফিরতে বেশী দেরী করলো না। ইতিমধ্যে অলকাও ফিরে এসেছে। ঘরে ঢুকেই রমেন বললো, দিদির সঙ্গে দেখা হলো ?

না, দিদি বেরিয়ে গিয়েছে।

তবে তোমার ফিরতে এত দেরী হলো কেন ? এখনও তো জামা কাপড় ছাড়নি। কোথায় গিয়েছিলে ?

কোথায় আর যাব। গড়ের মাঠে বেড়িয়ে এলাম। গম্ভীরভাবে রমেন বললো, তাই নাকি। মিথ্যা কথা বলছো কেন ? তুমি তো এক ভদ্রলোকের সঙ্গে সিনেমায় গিয়েছিলে। তার গায়ের সঙ্গে গা এলিয়ে দিয়ে হলে ঢুকলে।

তুমি জানলে কি করে ?

আমি গিয়েছিলাম তোমার কীর্ত্তিকলাপ দেখতে। ওই ভদ্রলোক কে ?

শুনবে ? সত্যিকথা বলবো ? ও আমার কলেজের বন্ধু।

বাঃ তা হলে সে তোমার ভালবাসার মানুষ। তার মানে ? প্রেম করে বেড়াচ্ছ ? রমেন বলে।

বাজে কথা বলবে না। তুমি যে তোমার দলের ডালি হালদারের সঙ্গে বসে রেষ্টুরেণ্টে চা খাও। খাবার খাও। এ দিক সে দিক বেড়াতে যাও। সে খবর আমি জানি। তাতে দোষ হয় না ?

সে আমার সহকর্মী।

ওঃ কিন্তু সৌমেন একটি ভালো ছেলে। একবার ছোট বেলায় সৌমেন টায়ফয়েডে ভুগছিল। তখন আমি ওর সেবা-যত্ন করে ছিলাম। ওর মা নেই। ও ভাল হয়ে ওঠে। আমার কাছে কৃতজ্ঞতা জানায়। আমার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। আমাকে

কাছে পেতে চায়। আমাকে পেলে ওর আনন্দ হয়।

তা হলে তুমি ওকে ভালবাস।

হ্যাঁ ভালবাসি। ওকে আমার ভাল লাগে।

রমেন রেগে উঠলো। অলকা তুমি যে এত খারপ আগে জানতাম না।

তোমরা ভালবাসা কথাটার খারাপ অর্থ কর কেন ? প্রত্যেকেই প্রত্যেককে ভালবাসাতে পারে। ভাল বাসার অধিকার আছে। ভালবাসার অর্থ হচ্ছে ; আমি তোমার ভাল চাই- ভাল থাকার বাসনা। তা হলে অপরাধ কোথায় ?

তা তো ঠিকই। কিন্তু তুমি যে অপরের স্ত্রী।

হ্যাঁ, অপরের স্ত্রী হলেই তো মেয়েদের সমস্যা। পুরুষরা বাইরে যখন তখন মেয়েদের সঙ্গে মেশামেশি করে। হোটেলে রাত কাটায়। পরে বাড়ীতে এসে সাধু সাজে। মেয়েদের বুঝি কোন স্বাধীন সত্বা নেই ?

বাজে কথা বলোনা অলকা। সাবধান।

মারবে নাকি ? তোমরা তো বৌ-র গায়ে হাত দিতে মোটেই ভয় পাওনা। আর মেয়েরা স্বামীর গা-এ হাত দিলেই অপরাধ হয়। ভয়ানক অপরাধ।

তুমি চরিত্র হীন অলকা। ঘৃণিত। উত্তেজিত হয়ে রমেন বললো, চলে যাও আমার সামনে থেকে। তোমার মুখ দেখতে ইচ্ছা করছে না।

চলে যেতে বলছো ? হ্যাঁ চলেই যাচ্ছি। আমি আর অপমান সহ্য করে থাকব না। এই শেষ।

দ্রুত পদে অলকা বার হয়ে গেল।

সেই মুহূর্তে রমেনের বুকে কেমন যেন একটা ব্যথা জেগে উঠলো। []

ছেলেটি মেয়েটি দিলীপকুমার দাস

অদ্ভুত বিকৃত হয়ে যায় ছেলেটির গলার স্বর। মেয়েটি অবাক হয়ে যায়। এমন তো কোনোদিন ছিল না সে!···মূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকে মেয়েটি। অপলক চোখে অশ্রুধারা বয়ে যায়।

এমনি ভাবে খানিক সময় কেটে যায়।

হঠাৎ ছেলেটি স্থির হয়ে দাঁড়াল। তার দিকে সেই মহূর্তে তাকালে দেখতে পেত মেয়েটি, তার মুখটা শক্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু ঠোঁটটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। প্রবল একটা অশ্রুচাপ সইবার জন্য প্রাণপণ প্রতিরোধ করছে কিন্তু পারছে না!

বাঁধভাঙ্গা অশ্রুকে আটকাতে পারে নি ছেলেটি। দু চোখের কোন বেয়ে অশ্রু নেমে আসছে প্রবল বন্যার মত।

দুদিকে দুজনের চোখ বেয়ে একসঙ্গে নেমে আসছে জল!··· মেয়েটি ধীরে ধীরে তাঁর কাছে এগিয়ে এল। পাশে দাঁড়াল নীরবে। ছেলেটি আর দাঁড়াতে পারল না। মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরে তার কাঁধে মুখ রেখে বললে,—আমাদের জীবনে এ কি হল? এ কি ঘটলো?

নীরবে শুনে মেয়েটি তাকে দুহাতে চেপে ধরে। কথা বলার শক্তি নেই। গলা শুকিয়ে যেন কাঠ।

একটু সামলে নিয়ে মেয়েটি বললে,—চল, ঘরে চল, অনেক রাত হল।···

আকাশের চাঁদ শুধু সাক্ষী রইল ছাদের উপরে অনেক দূর থেকে। সে-ই শুধু দেখলে আজকের ঘটনা···অশ্রুপাতের মিলন! শরতের মেঘের টুকরোগুলো একদিক থেকে অন্যদিকে চলে যাচ্ছিল। চাঁদের জোছনাকে ঢাকার সাহস তাদের ছিল না। চোখের জলের বিনিময়ে দুজনের মনের মেঘ শরতের মেঘের মতই মিলিয়ে গেল। মনের জোছনায় দুজন দুজনকে চিনল নতুন করে। []

প্রণমি তোমারে মায়া মুখোপাধ্যায়

আমাদের বাড়িতে শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমার ধ্যান-প্রার্থনা ও আলোচনার একটি মাসিক সভা হয়ে থাকে। এই মাসিক সভায় একবার বেলুড় মঠের তরুণ সন্ন্যাসী সোমেশ্বরানন্দ মহারাজ এসেছিলেন। আসা মাত্রই আমরা সকলেই তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম। উনিও ততক্ষণ দু-হাত উবুড় করে সবাইকে আশীর্ব্বাদ করলেন।

কিছু ক্ষণ পরে আমার শ্বশ্রূমাতা এসে মহারাজকে দেখে গলায় কাপড় দিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে পরে ওনার দু পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন এবং মহারাজও ততক্ষণ পর্যন্ত হাত জোড় করে প্রণামের ভঙ্গিতে বুকের কাছে দিয়ে রাখলেন।

তখন আমার মনে হলো, আমার শাশুড়ি-মা বয়সে মহারাজের চেয়ে অনেক বড়ো, অথচ কেমন নির্দ্বিধায় উনি এই প্রণাম গ্রহণ করলেন। তবে কি এই প্রণাম নেওয়াটা ওনার একধরণের অহংকার মাত্র? যাই হোক পরে আমাদের সভা আরম্ভ হলো, প্রথমে ধ্যান হলো, প্রার্থনা হলো এবং পরে আধ্যাত্মিক আলোচনা শুরু হলো।

আনার মনের মধ্যে কিন্তু সেই খচখচানি রয়ে গেছে। মহারাজ নানান আলোচনা করে চলেছেন। এই আলোচনার মধ্যেই হঠাৎ জায়গা করে উনি প্রণামের কথা নিয়ে এলেন। বললেন, এই প্রণাম করাটা শুধু একটি সামাজিক অনুষ্ঠান মাত্র। আমি তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করলাম, তবে কি সংস্কার?

মহারাজ বললেন, সংস্কার তো নিশ্চয়ই। যা পূর্ব্ব জন্ম থেকে হয়ে আসছে।

তা হলে আমি একটা গল্প বলি। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব যাকেই

দেখতেন কোমর অবধি বেঁকিয়ে দু হাত কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম করতেন, আর দু হাত বুকের কাছে জড়ো করে বলতেন, বিশ্ব প্রকৃতিতে সবাইকে উনি প্রণাম করে চলেছেন। তা এই দেখতে দেখতে ভাগনে হৃদয় আর থাকতে পারল না। বলেই ফেললো, হ্যাঁ গো মামা, বলি এ আবার তোমারকি ধরণ—যাকে দেখছ তাকেই প্রণাম করছো? বলি তোমার কি কোন ছোট বড়ো জ্ঞান নেই? তখন ঠাকুর স্নিগ্ধ স্বরে বললেন, ওরে আমি কি ওই মানুষটাকে প্রণাম করছি? আমি ওর ভেতরের ভগবানকে প্রণাম করছি। তিনি জগন্নাথের মতো শুধু সাক্ষি-স্বরূপ হয়ে মানুষের মধ্যে বাস করছেন।

মহারাজ গল্প বলা শেষ করলেন। আমার ভেতরেও যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল সেও থেমে গেল। আমি ওনাকে চিনতে পারলাম। আমি আবার আমার শাশুড়ি-মার মতো ভূমিষ্ঠ হয়ে ওনাকে প্রণাম করলাম। তাঁর মধ্যে সাক্ষী স্বরূপ ভগবান বাস করছেন। সেই পরম পুরুষকেই প্রণাম জানালাম।

আজ আমার শাশুড়ি-মাতা জীবিত নেই। ওনার ছবির সামনে প্রণাম করতে গিয়ে ভাবি, ইনিই আমাকে চিনিয়ে ছিলেন সেই সচ্চিদানন্দ পুরুষকে যিনি আমার ভিতরের চাঞ্চল্য নিজের ভিতরে উপলব্ধি করেছিলেন। মহারাজ গল্পের মধ্য দিয়ে এইটুকুই বোঝালেন। আমরা জ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে প্রণাম করছি শুধু সেই মানুষটাকে নয় তার ভেতরের পরমাত্মাকে। অনেক সময়েই দেখা যায় অজান্তে ছোটদের গায়ে পা লেগে গেলে কেমন সংকুচিত হয়ে পড়ি। হয় তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করি, না হলে হাতটা কপালে ঠেকাই। সে কি ভক্তিতে? তাতো নয়। নরের মধ্যে নারায়ণ বাস করছেন সেই উপলব্ধিতে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন— আমি প্রণমি তোমারে চলিব নাথ
সংসার মাঝে। []

ব্যারাকপুর লোকাল নন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ফসলহীন মাঠের পাশে
শূন্যতা বুকে নিয়ে
নদীর প্রত্যাশায়
দাঁড়িয়ে আছে একজন মানুষ
কতদিন কতকাল
সাক্ষী শুধু ব্যারাকপুর লোকাল।

মধ্যরাতে খুঁজে ফেরে সে
বৃষ্টির গান, অথবা কাকভোরে
ঢেউয়ের আজান
দুঃখ বোধের দিনগুলো নির্বাসন দিয়ে
আরেকটি বার দিনবদল চায়
বৃদ্ধ বট নামিয়ে সব দায়
অধোমুখে চলে গেছে একা
এখন সেই প্রিয় মুখ পথ চেয়ে থাকা

ভোঁকাট স্বপ্ন-ঘুড়ি
মাথা ঠোকে, নদী পাড়ে
অভিমানী বাতাস
ধুলোর ঝড়ে কাঁপে
শূন্যতা বুকে নিয়ে তবুও মানুষ
জেগে আছে কতদিন কতকাল
অন্ধকারের বুক চিরে
ছুটে যায় সেই ব্যারাকপুর লোকাল। []

হিমালয় লেখনাথ পৌড়ওয়াল

[লেখনাথ পৌড়ওয়াল (১৮৮৫—১৯৬৬) নিঃসন্দেহে নেপালী কবিদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর ছন্দবোধ ও ধ্বনি সংযোজনের জন্যে তিনি বহু প্রশংসিত। তাঁর সর্বাধিক পরিচিত 'হিমাল' কবিতাটির বঙ্গানুবাদ।]

শ্বেত-শুভ্র উত্তরীয় -তুষার
আপাদমস্তকে ঝুলে আছে যে তোমার
ঝর্ণাধারার মুক্তোহার
ঝকমক করে বুকের উপর,
কটি ঘিয়ে দেখি জড়ানো তোমার
হাল্কা মেঘ আর বৃষ্টির জাল
যেন ধূসর পশমী শাল,
স্নিগ্ধ, স্তব্ধ, অবাক করা জ্যোতির্ময় সে দৃশ্য
হে, মহান হিমালয় !

ঋজু পাহাড়ের গায়ে গায়ে সবুজ, সতেজ ঘাস
ইয়াকের প্রিয় খাদ্য।
কস্তুরী মৃগ স্বর্গীয় সুরভি ভরা
প্রতিদিন সূর্যের প্রথম আলিঙ্গনে
ধন্য, স্থির, নিশ্চল, শুভদায়ী, স্তম্ভ তুমি
হে, মহান হিমালয়।

কত সহ্য যে করে যাও তুমি,—
কুঝিঝাটিকার প্রবল প্রতাপ
বৃষ্টির খরধারা
ললাটে তোমার জ্বলজ্বল করে দীপ্ত সূর্যটিকা।

অনাদি কাল হতে তুমি সৃষ্টির সাক্ষী
আজও শান্ত, সুস্মিত, মৌন তপস্বী
হে, মহান হিমালয়।

তোমার কোলেতে জন্ম নিয়েছে পুণ্য গঙ্গা নদী
তোমার পরে পেতেছেন শিব বিশ্রাম ভূমি
মাণিক খচিত প্রাসাদে, গৌরীর অনন্ত লীলা খেলা
নিষ্ঠুর কালো মরণের প্রবেশ নিষেধ হেথা
ধ্যান-গম্ভীর আকাশ-চুম্বী স্তম্ভ
হে, মহান হিমালয়।

তোমার বুকেতে ঘুমিয়ে আছে যে খনিজ রত্ন কত
স্বচ্ছ বিমল ধারা সঞ্জীবনীর মত
বলে যে সবাই এখনও রয়েছে তোমার বক্ষে
অলকাপুরী, সেই বিরহী যক্ষের।
শিখরে তোমার উঠলে পরেতে
মন ভরে আসে দৈবী ভাবেতে
আলোকোজ্জ্বল ধনের আকর
হে, মহান হিমালয়। []

অনুবাদ : ঋতা বন্দ্যোপাধ্যায়

With best wishes :

D. K. SINGH

Transport Contractor

P158, Nazrul Islam Avenue
Calcutta-700054

যদি বিউটি মজুমদার

তাকাতেই যদি হয়
তাকাও সূর্যের দিকে
দেখ চাঁদ, দেখ নক্ষত্রের আলো
এত সমদর্শী দেখেছ কোথাও ?

ফেরাতেই যদি হয় মুখ
ফেরাও জীবনের দিকে
সকলের জন্যে একই মৃত্যু-উপহার
এমন সমদাতা বল কোথা আছে আর ! []

যেতে যেতে মঈনুল ইসলাম চৌধুরী

শান্ত নিঝুম দুপুর বেলা
নেই ত কোলাহল,
নিকানো এক উঠোন দেখি
রোদ্দুরে ঝলমল।

লাল কালোতে ডুরে কাটা
শুকোচ্ছে কার শাড়ি
সেগুন গাছের কোমল ছায়ায়
জানি না কার বাড়ি।

একটি ছেলে চুপটি বসে
আমের কুসি খায়,

ঘোমটা টানা একখানি মুখ
দেখছি জানালায়।

ওরা বোধ হয় মা ও ছেলে
ভাবনা এলো তাই,
একটুখানি দেখে আবার
যাই এগিয়ে যাই।

আমার আবার যেতে হবে
অনেকটা পথ ঘুরে,
বরাক নদীর বাঁক পেরিয়ে
কাজীপাড়ার মোড়ে। []

শিবা-ব্যাঘ্রকাণ্ড সিক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়

নামটি তোমার সুন্দর শিবা
নতুন করে দেবো আর কিবা।
রিপোর্টারের লেখায় তুমি হয়েছ বিখ্যাত
প্রথম পাতার প্রথম পংক্তি তোমার থাবাগত।
মানুষ হলে লিখতে নিজেই, নিজের কেরামতি
বাঘেয় মাসী খবর হলে তুমি রাতারাতি।
নববর্ষের প্রথম দিনে হলে জবর খবর
উঠল মেতে তোমায় নিয়ে সারাটা শহর।
তোমার নাকি দারুণ ডিমান্ড, স্টার এট্রাকশান
আগের সব রেকর্ড ভেঙে করলে খান খান।

কে যে কখন কোথা থেকে নিয়ে আসবে মালা
রেখেছ কি তাই খাঁচাতে প্রণামী এক থালা ?
মানুষ খাচ্ছে হাবু ডুবু তোমার মুগ্ধ প্রেমে
আনন্দে তাই শীতের দিনেও উঠছ তুমি ঘেমে।
অবাক হচ্ছ দুপেয়েদের রকম সকম দেখে
ঘুম আসেনা থাকছ শুয়ে শিশির-বিন্দু মেখে।
কেমনতর মানুষ ওরা ভয় করে না বাঘে
বুঝবে মজা আবার যখন শীত আসবে মাঘে।
মানুষগুলোর কাণ্ড দেখে মন করেছি ভাই
এবার হব বনবাসী আর কোন পথ নাই ॥ []

সত্যান্বেষী সত্যজিৎ নিতাইচন্দ্র দত্ত

ভারতবর্ষে এক ডাকে, কাকে চেনা যায় ?
তিনি আর কেউ নন, সত্যজিৎ রায় ॥
সারা ভারত ছড়িয়ে বেড়ায়, তাঁর গুণখানি।
অমর সৃষ্টি যে ওঁর, পথের পাঁচালী ॥
সত্যজিতের ছবি দেখে, জুড়ায় মন-প্রাণ।
তাই তিনি পেয়েছেন, অনেক সম্মান ॥
লেখক তিনি শিল্পী জানি এবং পরিচালক।
তাঁর ছবিতে মুগ্ধ হয়, বৃদ্ধ ও বালক ॥
ওঁর গুণের কথা, একে একে বলি কত আর !
ফরাসী দেশ থেকে এল বিরাট উপহার ॥
কেমন করে ফেলুদা-কে ভুলি সত্যজিতের !
করতে দেখা ছুটে এল ফরাসী-দূতে "মিঁতের" ॥
পেয়ে গেলেন সর্বোচ্চ মান সিনেমায় 'অস্কার'।
ভেবে দেখো ভারতবাসী এই যশ কার ? ? []

ভারত জগৎতীর্থ হরি ভট্ট

মাথায় কলস কিরীটি মুকুট,
মুখে প্রশান্ত হর্ষ,
সাগর যাহার পায়ে মাথা কোটে,
সেই যে ভারতবর্ষ ॥
দিগন্ত যার শষ্যক্ষেত্র,
স্বর্ণ ধান্যে ভরা,
দেবালয় আর বন্দনা গানে,
স্বর্গ যেখানে ধরা ॥
শ্রীকৃষ্ণ মুখ-নিঃসৃত বাণী,
ধর্ম্ম গ্রন্থ গীতা,
নিষ্পাপ যেথা রাজ্য গড়িল,
রামচন্দ্র ও সীতা ॥
অহিংসা বাণী শিখালো মোদের
বুদ্ধ ও মহাবীর,
সাধু দরবেশে সবে এই দেশে—
হলো মহাস্থবীর ॥
বিজ্ঞানী সে যে আর্যভট্ট
বিশ্বে জাগালো ধন্ধ,
গীত-গোবিন্দে কবি জয়দেব—
রচিল প্রেমের ছন্দ ॥
ত্রৈলঙ্গস্বামী, গৌর-নিতাই,
প্রেমে তাঁরা মহীয়ান,
বিশ্বের দরবারে যে "বিবেক"
গাহিল ভারত-গান ॥

রামপ্রসাদ, বামা, শ্রীরামকৃষ্ণ
এ দেশেরই ছেলে হয়,
পাষাণ মূরতি জাগাইয়া তাঁরা,
তাঁরই সাথে কথা কয় ॥
বিদেশের মেয়ে মার্গারেট,
সে এইখানে নিবেদিতা,
শ্রীঅরবিন্দে গুরু পেল শ্রীমা,
বিশ্ব-বিনিন্দিতা ॥
রবীন্দ্রনাথ মোদের গর্ব,
(তাঁর) কবিতার অঞ্জলি,
বিশ্ব খেতাব ছিনিয়া আনিল—
লিখিয়া গীতাঞ্জলি ॥
বিস্ময়কর প্রেমে মহীয়ান,
মহারাষ্ট্রের "সাই"
কহিল সবারে একই গোত্র
সকলেই ভাই ভাই ॥
নেতাজী, গান্ধি ভারতের মান,
শ্যামাপ্রসাদ, জওহর,
(তাঁদের) অসহযোগ ও যুদ্ধের ভয়ে,
বিদেশী পালালো ঘর ॥
মোদেরই লালন দেখাইল যেরে
ধর্ম্মের জাত নাই,
হানাহানি করে যারা শুধু মরে,
ভারা এ উহার ভাই ॥
"সি, ভি, রমন" নোবেল জয়ী সে,
মেঘনাদ সাহা আর,
ফ্রান্স করে জয়ী "সত্যজিৎ" কে,
আমেরিকা অস্কার ॥

আমদের সব লুটে নিয়ে যারা
শ্রেষ্ঠ হইল ভবে,
সেই তস্করে ভুলিতে পারিনে,
আজি এ মহোৎসবে ॥
আমাদের তাজমহল হইতে ;
কোহিনুর নিল যারা,
(আজ) অভাবের দিনে দাঁড়ায়ে শ্মশানে,
বিচার করিবে তারা ?
একদিন ঠিক কেটে যাবে গ্রহ,
হইবে অরুণোদয়,
জগতের সব নোয়াইবে মাথা,
(আজ) ইস্কনই পরিচয় ॥
সব কঙ্কর, শঙ্কর যেথা,
মাটি আর ধুলি কণা,
মরণ কালের কামনা আমার,
চরণেতে ঠেলিওনা ॥
বিশ্বের মাঝে সেরা মোর দেশ,
এ যেরে মোদের গর্ব,
সব কিছুতে উঁচু মাথা তার,
না করি কিছুতে খর্ব ॥
ধৌত ভারত সপ্ত নদীতে,
গঙ্গা সাগরে মেশে,
এ দেশে জনম, এ দেশে মরণ,
(যেন) ফিরে আসি এই দেশে ॥ []

একটি ভাবনা ধীরা ভট্টাচার্য

জীবনের শেষ প্রান্তে আসিয়াছি আমি
তুমি, সে ও সখা।
দিনান্তের সূর্য রশ্মিসম জীবন সায়াহ্নে
ঘনাইয়া আসিয়াছে অস্তরাগের করুণ আলোকে।
সখা, তুমি কি ভীত ? মৃত্যুর হাতছানি
দেখিছ কি তুমি ? সে ও আমি আমরা
সবাই দেখিতেছি দুয়ারে কালদণ্ড হাতে
কালান্তক যম।
ভীত নহি আমি। মনে মোর আছে অসীম শকতি।
যাব না হারায়ে আমি, তুমি, সে ও সখা।
আবার আসিব ফিয়ে লয়ে করতলে
অঞ্জলি প্রেমের।
দেখা হবে সবে আগামী জনমে পথে ঘাটে
নদীতটে বালুকা বেলায়। তখন চিনিবে কি মোরে ?
না পার ক্ষতি কি ? নতুন করিয়া দেব ভরি
মনের পাত্রটিকে অমৃতের আলোকে। []

চৌদ্দশ তিন-এর নববর্ষে বিমলচন্দ্র মিত্র

নববর্ষের শুভারম্ভে ধুয়ে মুছে যাক
জীবনের যত কর্মফল শুধু থাক
নয়নে প্রেমের বন্যা বিগলিত ধারায় বয়ে যাক
নবরূপে জীবাত্মার ভিতর ব্রহ্মাত্মার নিদর্শন থাক
উভয়ের ভিতর উভয়ের প্রকাশে
বয়ে যাক প্রেমের বন্যা সকাশে
দূর হয়ে যাক হিংসা বিদ্বেষ প্রেমের বিকাশে
ধন্য হোক মানব জন্ম প্রেমের বিন্যাসে। []

নীল পাখি সিদ্ধার্থ মজুমদার

ইচ্ছে হোল তাই আমি গালি দিয়েছি
দিয়েছি বেশ করেছি,
মাঝ রাতে তারায়-তারায় মেঘে ঢাকা
আকাশ দেখে গান ভুলে খিস্তি এল,
ক্রিং...ক্রিং...ফোন বাজিয়ে—
পাজিদের ঘুম ভাঙিয়ে
বেতালের তালে তালে
ঈথারে গানের সুরে যা খুশী তাই গেয়েছি।
গেয়েছি বেশ করেছি,
গালাগালি লিরিক-সুরে মাঝে মাঝে গাইব এমন
ইমনের রাগে রাগে গালাগাল বাজবে সুরে—
পালাবে কোথায় ওহে বহুপথ ঘুরে ঘুরে।
ভেবেছিস লালবাজারে ডেকে এনে
পোষ মানাবি গানের এই নীল পাখিকে ?
হবেনা, হবেই না তা
এভাবে মুখোশ পরে
কতকাল আর চালাবি,
চালাকির ফুর্তি-হাওয়ায় ভেবেছিস দিন কাটাবি !
আমি যে বাঁধতে জানি
ঘুঘুদের কঠিন ফাঁদে ! []

বই ও পত্রপত্রিকা

* জিপসী গল্প—রমলা বড়াল। গণমন প্রকাশন, ৩৩এ/১এ হরেকৃষ্ণ শেঠ লেন কলিকাতা-৫০, কুড়িটাকা।

ছোটদের জন্য লেখা বইটি বড়ই সুন্দর। গল্পগুলো মজাদার। ছোটদের মন কাড়বে। ছাপা ও প্রচ্ছদ পরিচ্ছন্ন।

* কীর্তনখোলা—হেনরী স্বপন। প্রকাশক বজলুর রহমান, বরিশাল। পাঁচ টাকা। ছোট কবিতার বই। চিত্রকল্প রচনায় যেন বাংলাদেশ ধরা পড়ে। প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা।

* ভূত গোয়েন্দা রহস্য রোমাঞ্চ—প্রবীর জানা ও হরেন্দ্রনাথ জ্যোতিষশাস্ত্রী সম্পাদিত।

ছোট ছোট ভূতের গল্পগুলো পড়তে ভাল লাগবে। অন্য গল্পগুলোও মন্দ নয়। ছোটদের মনকে আকৃষ্ট করবে।

* পদক্ষেপ—সম্পাদক শ্রীমতী ডলি দত্ত, ৯৮ প্যারীমোহন রায় রোড়, কলিকাতা-২৭ প্রতি সংখ্যা তিন টাকা।

১৯৯৬ নেতাজী সংখ্যাটি মনে নতুন ভাবনা জাগায়। নেতাজী সম্বন্ধে তথ্যগুলো চমকপ্রদ। নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের সাক্ষাৎকারটি আকর্ষণীয়।

* ছোটদের সাহিত্য—সম্পাদক সনৎকুমার দাস, সুভাষ হাজরা। ৫০/১/১ বেলিলিয়াস লেন, হাওড়া-১

বইমেলা সংখ্যাটির কলেবর ছোট কিন্তু ভাবনায় ভারি। রচনাগুলো সুখপাঠ্য ও মজাদার।

* সম্মিলনী—সম্পাদক—মীরা রায়, লক্ষ্মী ভট্টাচার্য ২ সত্যেন রায় রোড, কলিকাতা-৩৪ আট টাকা।

এটি নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন, বেহালা শাখার বার্ষিক সংকলন ১৯৯৬, লেখাগুলো সবই ভাল। গল্পগুলো মন

কাড়ে। কয়েকটি কবিতাও বেশ। 'অনুরাগ' পত্রিকার উপদেষ্টা প্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামীর লেখা 'সহজ সরল গদ্য সিরিজ' উল্লেখযোগ্য। আরো উল্লেখযোগ্য সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, লোকেশ্বরানন্দজী ও পঙ্কজ সাহার রচনা।

* প্রশান্তি—সম্পাদক দীপেন সেনগুপ্ত। ১০১ সাদার্ন এভিনিউ, কলিকাতা-২৯ জানুয়ারি ১৯৯৬ প্রতি সংখ্যা চার টাকা।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিট্যুট অব কালচার-এর বাংলা ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র মাসিক যৌগিক পত্রিকা। ভারতীয় ঐতিহ্য সম্পর্কিত প্রত্যেকটি লেখাই মনোজ্ঞ। এই সংখ্যা থেকে প্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সহজ সরল গদ্যে 'উপনিষদ গ্রন্থাবলী' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। অন্যান্য লেখার মধ্যে দেবী-প্রসাদ ভট্টাচার্য, সুশীলকুমার রায়, বিপিন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্যামলী সেনের রচনা দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

* সঙ্ঘসাথী—সম্পাদক মৈত্রেয়প্রতিম বড়ুয়া, ৬বি, সাধু তারাচরণ রোড, কলিকাতা-২৬ ফাল্গুন ১৪০২ প্রতি সংখ্যা দুই টাকা।

সত্যের অনুশীলনার্থে শ্রীতারামঠ থেকে প্রকাশিত সত্য-সঙ্ঘের মাসিক মুখপত্র। হৃদয়রঞ্জন কাব্যতীর্থ, সুধেন্দু রায়, অনিলকুমার ঘোষ ড. অরুণা মাধব, সুধীর গুপ্তের লেখা ভাল লাগল। এখানে শারদীয় সংখ্যা থেকে প্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামীর 'সহজ সরল গদ্যে মুরারি গুপ্তের কড়চা' শীর্ষক একটি রচনা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

* শ্রীশ্রীনিত্যধর্ম—সম্পাদক স্বামী শংকরানন্দ অবধূত, ১১৩ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯ মাঘী পূর্ণিমা সংখ্যা ১৪০২ সাল। প্রতি সংখ্যা ৩ টাকা।

মহানির্বাণ মঠের সর্বধর্ম সমন্বয় মূলক ত্রৈমাসিক পত্রিকা। সরোজকুমার চৌধুরী, দ্বিজেন্দ্রলাল সাহা, তাপস হালদার, সত্যনাথ

বিশ্বাসের লেখা আকর্ষণীয়। এখানে প্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামীর 'সহজ সরল গদ্যে শ্রীশ্রীচণ্ডী' দু বছর ধরে চলছে। এবার পুজা সংখ্যাতেই হয়তো শেষ হয়ে যাবে। অন্য প্রবন্ধাদিও সুলিখিত। অমরকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'অতুলপ্রসাদের ঈশ্বর ভাবনা', প্রবন্ধে কবির পংক্তি উদ্ধৃত করে গুরুত্ব বজায় রেখেছেন। তবে অতুল-প্রসাদের ঈশ্বর ভাবনার সঙ্গে লেখক বোধ হয় এক ভাবে ভাবিত হতে পারেন নি।

* অর্ক—সম্পাদক সত্য বসু, ১৮বি ভবানন্দ রোড, কলিকাতা-২৬, মার্চ ১৯৯৬ এই সংখ্যার মূল্য ১২ টাকা।

প্রগতিশীল দ্বিমাসিক পত্রিকাটির সম্পাদকীয় থেকে আরম্ভ করে প্রতিটি বিভাগই মনোজ্ঞ করতে পেরেছেন সম্পাদক। মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চাওয়া পাওয়া' ও সত্য বসুর 'শুদ্ধিকরণের ইচ্ছে ঘোড়ার পিঠে' মনস্তত্ত্বমূলক ও সুলিখিত। রাজকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের নেওয়া প্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামীর 'সাক্ষাৎকারে' অনেক কথা জানা গেল। বরুণ চক্রবর্তীর প্রবন্ধে কাব্যের ছোঁয়া, 'রাজকীয় উপহার'কে তিনি শব্দের অলঙ্কারে সাজিয়েছেন। 'কবিতাগুচ্ছ' গুলোও বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। নীহারকান্তি নাগের রচনা সত্যি সরস।

ধীরা ভট্টাচার্য

* 'ম্যায় ভুখা হুঁ'—শ্রীতেজেন্দ্রলাল মজুমদার। দৌড় প্রকাশনা ২ মন্দির লেন কলকাতা-৬৫, পঁচিশ টাকা।

শ্রীতেজেন্দ্রলাল সব্যসাচীর মত সমান দক্ষতার সঙ্গে গল্প ও কবিতার ক্ষেত্রে বিচরণ করার মুন্সীয়ানা ধরেন। এই কাব্যগ্রন্থটির কবিতাগুলি আধুনিক ধর্মী হলেও অত্যাধুনিক হয়ে দুর্বোধ্য নয়। প্রত্যেকটি কবিতাতেই তিনি অবক্ষয়ী মানবিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে জেহাদ তুলে মানুষের শাশ্বত, সুন্দর, হৃদয়বান রূপটি তুলে ধরতে চেয়েছেন। কোথাও আছে আর্তি, কোথাও আকুতি, কোথাও উত্তরণের আভাস। প্রথম কবিতাটি (অর্থাৎ নাম-কবিতাটি)

একটি আখ্যানধর্মী দীর্ঘ কবিতা। এর কেন্দ্রবিন্দু হল—'তিনটি শব্দ লাল অক্ষরে ম্যায় ভুখা হুঁ"। কিছু কিছু শব্দচয়ন বিশেষ বিশেষ তীক্ষ্ণ ভাবব্যঞ্জক। যেমন—'আমি লণ্ডনে কাঁচা মালের মত / রপ্তানি হয়ে এলাম তৈরী মাল নির্মিত হতে!' কোনও কোনও কবিতায় কবির দ্বন্দ্ব সোচ্চার হয়ে উঠেছে। 'মানুষের মানে' 'হৃদয়' এই পর্যায়ভুক্ত। 'সাবেকী বাহার, কবিতার বক্তব্য হয়ত আমাদের সবারই মনের কথা। যে গ্রামীন জীবনযাত্রা আজ শহুরে সভ্যতার দাপটে প্রায় ইতিহাস হয়ে যাচ্ছে, তারই স্মৃতিচারণ। 'অন্য পৃথিবী' কবিতাতেও এই সুরের একটু অন্যরকম অভিব্যক্তি পাই। তবে 'সাবেকী বাহার' কবিতায় 'কৈলির' মত প্রাচীন শব্দের ব্যবহার কানে লাগে। 'মরণ' কবিতাটিতে ক্লেদাক্ত, গ্লানিময় জীবন থেকে উত্তরণের আকুতি প্রকাশ পেয়েছে।

প্রচ্ছদ সর্বজিৎ সেনের আঁকা। লাইন বলিষ্ঠ, ছবিটি সুদৃশ্য।

* ব্রাত্য—সম্পাদক প্রবীর মাশচরক। নেতাজী কলোনী কলকাতা-৯০। ব্রাত্যের বিশেষ বিশেষ সংখ্যায় (যেমন সুভাষ সংখ্যা ৯৫) মননশীল রচনা থাকে। কিন্তু সার্বিকভাবে মান উন্নত করার দিকে সম্পাদক যত্নবান হলে পত্রিকাটির সম্ভাবনা আছে।

ঋতা বন্দ্যোপাধ্যায়

* মোহনা—সম্পাদক ফাদার শিলিংস, অমিত দাসগুপ্ত। শান্তিভবন ১/৩২, প্রিন্স গোলাম মহাম্মদ রোড, কলিকাতা-২৬ সপ্তম সংকলন ১৯৯৬ সাতটাকা।

আধ্যাত্মিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক চেতনা সম্বলিত ষান্মাসিক প্রবন্ধ সংকলন। মননশীল পত্রিকা। এই সংখ্যায় প্রবন্ধের বিষয় : ধর্মপাল মহাথের, থেরাবাদী বৌদ্ধধর্মের আধ্যাত্মিকতা, বাঙ্গালী-মুসলিম সংস্কৃতি, ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে : অধ্যাত্ম সাধনা ও গীতা,

নারীমুক্তি আন্দোলন চলতি সংস্কৃতি ও বিকল্প সন্ধান, লেবেডেফ ও বাংলা থিয়েটার, সাঁওতাল পুরাণ, প্রেমে রহস্যের উৎস, মহাপ্রভুর দেশে প্রভু যীশুর দূত। বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায় নিয়ে মুক্ত আলোচনার চেষ্টা আছে।

* আবর্ত। সম্পাদনায় অর্ধেন্দু চক্রবর্তী, দিলীপ সাহা, মানস ভট্টাচর্য। এ-১০, রবীন্দ্রনগর, কলিকাতা-১৮, বিশেষ বাংলাদেশ সংখ্যা, বইমেলা ১৯৯৬ কুড়ি টাকা।

মেধা ও মননশীলতার, এই দ্বিমাসিক আগাগোড়াই উদার সাহিত্য চর্চা করে যাচ্ছে। এর আগে 'কাজী আবদুল' ওদুদ' সংখ্যাটিও আমাদের দৃষ্টি অকর্ষণ করেছিল। এই সংখ্যার আলোচ্য বিষয়ঃ বাংলা দেশের জাতীয়তাবাদ ও সাহিত্য, বদরুদ্দীন উমর, গোলাম মোস্তাফা, শওকত ওসমান, আহমদ শরীফ, লোকায়ত ছড়া, বাংলাদেশের নারীসমাজ। এই সংখ্যার কবিতাগুলোও সুনির্বাচিত। গভীর ব্যঞ্জনাময় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি পংক্তিঃ সিঁড়ির নিচে জ্বলছে আলো ওপর দিকটা অন্ধকার···

* সাহিত্য-সেতু। সম্পাদক জগবন্ধু কুণ্ডু ২০ মাধব লেন, কলিকাতা-২৫ এক টাকা। বাঁশবেড়িয়ার এই পত্রিকার ২৯ বর্ষ ২১, ২২ সংখ্যা পেলাম, পড়লাম, ভাল লাগল। এই ঐতিহ্যবাহী পত্রিকাটিকে আমরা পূর্ব-ঐশ্বর্যে গৌরবান্বিত দেখতে চাই। []

কৃষ্ণস্বামী

মতামত

শ্রীবিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্যের 'পিছনে লাগা' পড়তে খুবই ভাল লাগলো। আমার ছোট বেলাতেও আমার বন্ধুরা আমার পেছনে লেগে থাকতো। আজকাল এসব আমি পছন্দ করি না। তবু তারা সব সময় পেছনে লেগে থাকে। আমার নামটি উলটোপালটা লিখেও অনেক ভদ্রলোক আমার পেছনে লেগে থাকেন। পেছনে লাগার কারণে একবার আমি আমার চটি হারিয়েছিলাম। হোলির দিনে কেউ আমার পেছনে লাগলে আমি খুশি হই।

এই লেখাটি বড় পত্রিকায় দিলেও ছাপা হতো। খুব ভাল লেখা। শ্রীবিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য আরো ভাল লিখুন—এই চাই। এই কথাটা কিন্তু তাঁর পেছনে লাগা বলে ভাববেন না।

ভি. সুন্দরম, রাসবিহারী এভেনু, কলিকাতা-২৯

'অনুরাগ' জানুয়ারি ১৯৯৬ সংখ্যা পড়লাম। 'নৃত্যের তালে তালে' নিবন্ধটি সংক্ষিপ্ত হলেও বেশ ভালো। দীপালী চৌধুরীর ভ্রমণ নিবন্ধটির ভ্রমণ সাহিত্যক্ষেত্রে মূল্য আছে। 'পিছনে লাগা' নামের রচনাটি বেশ উপকারী এবং ভেবে দেখার মতো। জয়ন্তী সান্যালের ভ্রমণ রচনাটিও বেশ। পুস্তক পরিচয় এত সংক্ষিপ্ত কেন? 'অনুরাগে' নামের কবিতাটিতে বাংলা ভাষা বিষয়ে কবির অন্তরের শ্রদ্ধা ফুটে উঠেছে। 'শাশ্বত প্রেম' কবিতায় কাব্যসুলভ গূঢ়তা ভালো লাগলো। 'অনুরাগ'-এর অনুরাগীরা আমার সারস্বত অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

অমৃতেন্দু মণ্ডল, বনমালীপুর, বারাসত, উঃ ২৪ পরগণা।

'অনুরাগ' আপন পথে এগিয়ে চলুক, এই চলাটাই গতি। থমকে যাওয়াটাই দুর্গতির কারণ। 'অনুরাগ'-এর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। []

বরুণ চক্রবর্তী, ৩-৭৮ আজাদগড়, কলিকাতা-৪০

'অনুরাগ' সপ্তম সংকলন পেয়েছি। বরাবরের মতো এবারও মুগ্ধ, প্রাণিত।

অমর চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনগর, কুচবিহার।

লিটল ম্যাগাজিন ও স্বউদ্যোগে প্রকাশিত বইয়ের যথাযথ প্রচার ও বিক্রয়ের একমাত্র দায়বদ্ধ অব্যবসায়িক উদ্যোগ—

রা ম ধ নু

মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪২, এস. পি. সি. ব্লক, কাজিপাড়া, বাঘাযতীন, কলকাতা-৭০০০৯২

তিন কপি করে পত্রিকা ও বই পাঠানো যেতে পারে। বিক্রি হয়ে গেলে যথাসময়ে জানিয়ে দেওয়া হয়।